বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শনিবার, ৫ এপ্রিল ২০০৮

'বিসিএস আইটি এক্সপো ২০০৮'-এর শেষদিনেও উপচে পড়া ভীড় : আবার দেখা হবে নভেম্বরে

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির উদ্যোগে ঢাকার এরিফ্যান্ট রোডের মাল্টিপ্লান সেন্টারের ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে আয়োজিত 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'-এর সফল সমাপ্তির পর এই সমিতি তার ঐতিহ্যগত বিসিএস ইন্টারন্যাশনাল কম্পিউটার শো শুরু করছে আগামী ১৭ নভেম্বর ২০০৮। বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই কম্পিউটার মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এই মেলাকে সত্যিকারের আন্তর্জাতিক রূপ দেবার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির নির্বাহী পরিষদ সার্বিকভাবে কাজ শুরু করেছে। নভেম্বরের মেলার বিশেষত্ব হিসেবে এতে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, টেলিকম, আইটি এনেবলড সার্ভিসেস, ইন্টারনেট ও কল সেন্টারসহ নানা বিষয়াদির জন্য আলাদা আলাদা অঞ্চলের ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হচ্ছে। মেলায় প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও অনেকগুলো দেশের অংশ্রগহণ নিশ্চিত করার জন্য আয়োজকরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন।

ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ, বিসিএস আইটিএক্সপোর আহ্বায়ক ও বিসিএস-এর সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮-এর সহায়তাকারী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইবিপিসি, পুলিশপ্রশাসনসহ সরকার, মেলার স্পন্সর আসুস, বেনকিউ, লেক্সমার্ক ও স্যামসাং, মেলার অফিসিয়াল আইএসপি আকিজ অনলাইন, মেলার প্রদর্শকবৃন্দ, মেলার বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্যবৃন্দ, ইসিএস কম্পিউটার সিটির নির্বাহী পরিষদ ও সদস্যবৃন্দ, মাল্টিপ্ল্যান দোকান মালিক সমিতির নির্বাহী পরিষদ ও তার সদস্যবৃন্দ, এলিফ্যান্ট রোডের মেলার স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, নিরাপত্তা বিধানকারী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, মেলার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং মেলাকে সফল করার জন্য অভিনন্দন জানানো হচ্ছে।

কম্পিউটার মেলায় শেষদিনেও ছিল উপচে পড়া ভীড়

শনিবার সরকারি ছুটির দিন ও মেলার শেষ দিন হওয়ায় সকাল থেকেই 'বিসিএস আইটিএক্সপো'তে ছিল দর্শকদের উপচেপড়া ভীড়। গতকাল পর্যন্ত ২০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০০০ শিক্ষার্থী বিনামুল্যে 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'তে প্রবেশ করে। বিসিএস-এর উদ্যোগে তাদেরকে বাসযোগে স্কুল থেকে মেলাস্থলে আনা হয়, মেলা দেখানো হয় এবং আবার তাদেরকে স্কুলে দিয়ে আসা হয়। ছয় দিনব্যাপী লক্ষাধিক দর্শক এই মেলা উপভোগ করেন। মেলার শেষের দিকে অনেক বিক্রেতার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, কারণ এ মেলায় ভাল ক্রেতা এসেছিল।

'সবার জন্য কম্পিউটার' এ শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত হয়েছে এবারকার 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮' ইসিএস কম্পিউটার সিটি নামক দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার বাজারের ৭টি ফ্লোরের প্রায় এক লক্ষাধিক বর্গফুট এলাকা জুড়ে মেলা চলছে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এতে মোট ২৭৬টি প্রতিষ্ঠান ৩০০টি স্টলে এ শিল্পের সর্বাধুনিক পণ্য, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রদর্শন করেছে।

মেলার শুরুর দিকে লোক এসেছিল অনেক, কিন্তু বেচা কেনা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। কেনার চেয়ে পণ্য দেখা এবং যাচাই করারই ছিলো তখনকার মেলা দেখার বিষয়। পুরো মেলা দেখে শেষ দিনগুলোতে অনেকেই কিনতে আসেন। বিশেষ করে শেষের দুই দিন পণ্য বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এই দু'দিনে তাদের বারোটি ল্যাপটপ বিক্রি হয়েছে, বলছিলেন টেকনয়েজ কর্পোরেশন লিঃ এর সেলস এক্সিকিউটিভ তানজীম। আসুসের মেলা কো-অর্ডিনেটর জিয়াউর রহমান জানালেন, 'মেলায় যে দর্শকদের এমন সাড়া পাবো এটা কখনো ভাবিনি। তরুণরাই বেশির ভাগ দর্শক ও ক্রেতা। বেশ ভালো লাগছে এটা ভেবে যে, আমাদের দেশ আইটি'র দিক থেকে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যে ২৭৫০০/- টাকায় ছোট্ট ল্যাপটপটি বাজারে এনেছিলাম, তা বিক্রি হয়েছে ১৫ টি। ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ মিলিয়ে আমরা ষাটের বেশি কম্পিউটার বিক্রি করেছি'।

'বেনকিউকে পরিচিত করাই আমাদের লক্ষ্য ছিল এবারের মেলাতে', বললেন মেলার অন্যতম স্পন্সর বেনকিউর প্রদর্শক। তিনে বলেন 'প্রচুর দর্শকর এ মেলায়। বেনকিউর নতুন একটি পণ্য এবারের মেলাতে বাজারে এনেছি। এ মেলা থেকে অনেক ডিলার তৈরি করতে পেরেছি। ধারণার চেয়েও অনেক বেশি বিক্রি হয়েছে। বেশি বিক্রি হয়েছে বেনকিউ ল্যাপটপ, এলসিডি মনিটর, ডেস্কটপ। ল্যাপটপের

চাহিদা বেশি তাই আমদানি বেশি করতে হবে’। মেলার অন্য এক স্পন্সর লেক্সমার্ক জানালো, মেলায় তাদের প্রিন্টারের প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ ছিলো প্রচুর। অনেক ডিলার প্রিন্টার বেচে টি-শার্ট নিতে আসছিলো লেক্সমার্ক স্টলে। মেলার অন্যতম স্পন্সর স্যামসাং স্টলের ভীড় ঠেলে ঢোকাই কঠিন হয়ে পড়ে। ওয়েল কিন কম্পিউটারের মার্কেটিং এর দায়িত্বে থাকা ফরহাদ আহমেদ জানালেন, ‘এবারের মেলায় আইবিএম কম্পিউটার বিক্রি হয়েছে বেশি। এটাকে অবশ্য ক্লোন কম্পিউটার বলে। মেলায় বিশ থেকে পঁচিশটার মতো ডেস্কটপ কম্পিউটার বিক্রি করেছি এবং চার থেকে পাঁচটা ল্যাপটপ বিক্রি হয়েছে। আমার দোকানে কম্পিউটারের চেয়ে কম্পিউটারের আনুষাঙ্গিকভাবে জিনিসপত্রই বেশি বিক্রি হয়েছে। এসবের মাঝে রয়েছে হেডফোন, সিডি, মাউস, কীবোর্ড, স্পিকার এবং খুচরা মনিটর। মেলার বেচা কেনার অবস্থাতেই আমি খুশি’। মাইক্রোসোর্স নামের দোকানের সেল এন্ড হার্ডওয়্যারের দায়িত্বে থাকা শাহজাহান বলেন, ‘আমার দোকানে ইউপিএস বিক্রি হচ্ছে বেশি। স্যানডন ইউপিএস এর আমদানী বন্ধ ছিল। অনেকদিন পর আমরা আবারো এটা নতুন করে এনেছি। মেলা উপলক্ষে ভাল বিক্রি হয়েছে। এছাড়াও উপহার দিয়েছি ক্রেতাদের। দু’ধরণের স্যানডন ইউপিএস-ই বিক্রি হয়েছে মেলাতে। পুরো মেলাতে সত্তরটির মতো ইউপিএস আমরা বিক্রি করেছি’।

‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’ উপলক্ষে প্রায় সবগুলো স্টলে পণ্যের সঙ্গে দেওয়া হয় ছাড় অথবা বিশেষ সুবিধাদি। বিভিন্ন কোম্পানী নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মেলায় এনেছে ডিজিটাল ক্যামেরা, ফটোপ্রিন্টার ,ল্যাপটপ,পেনড্রাইভ ও কম্পিউটার বিক্রি হয়েছে প্রচুর। প্রতিদিন কোন কোন স্টলে দর্শকেরা কুইজ, র‌্যাফেল ড্রয়ে পুরস্কার জিতে খুশিমেনে বাড়ি ফেরেন। মেলার শেষদিন শনিবারও এসবের কোন ব্যতিক্রম ছিলোনা ।

মেলার চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’ উপলক্ষে গত ৪ এপ্রিল ২০০৮ আয়োজিত হয়েছিলো চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। মাল্টিপ্লান সেন্টারের বারো তলায় শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিনটি গ্রুপে- (‘ক’ গ্রুপের বয়স সীমা অনুর্ধ্ব ৮ বছর, ‘খ’ গ্রুপের বয়স সীমা ৮ - ১২ বছর এবং ‘গ’ গ্রুপের বয়স সীমা ১২ - ১৫ বছর)। ‘এসো কম্পিউটার আঁকি’ এ বিষয়ের ওপর খুদে আঁকিয়েরা মনের মতো করে ছবি একে রঙ করে। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আব্দুস শাকুর শাহ। ক গ্রুপে অংশ নিয়েছিল ৫৫ জন শিশু, খ গ্রুপে ৩৮ জন শিশু এবং গ গ্রুপে ৮ জন শিশু।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ী

ক গ্রুপে ১ম হয়েছে মোবাশ্বের রহমান সিদ্দিকী, ২য় হয়েছে এ কে এম রাকিম রায়েশ এবং ৩য় হয়েছে তাহজীদ রুম্মান আলভী।
খ গ্রুপে ১ম হয়েছে মুহম্মদ শাহরিয়ার হোসেন সুমো, ২য় হয়েছে কাজী সামিউল ইসলাম রবি, ৩য় হয়েছে মাইশা মালিহা সিদ্দীকি।
গ গ্রুপে ১ম হয়েছে খান আব্দুল্লাহ কাইয়ুম, ২য় হয়েছে মাহবুব শওকত বিকি এবং ৩য় হয়েছে মোহাম্মদ সাদমান হোসেন।
তাদেরকে আয়োজকদের তরফ থেকে ক্রেস্ট পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সান্তনা পুরস্কার দেয়া হয়। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সান্তনা পুরস্কার দেয়া হয়।

ফ্রি ইন্টারনেট ও গেমিং জোন

অফিসিয়াল আইএসপি আকিজ অনলাইনের ২০টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ থাকায় মেলায় দর্শকরা বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন সাত দিন ব্যাপী।

”আমাদের গাড়ি” নামক একটি সংস্থার আয়োজনে এসার এবং বিজনেস ল্যান্ড স্পন্সর করেছে গেমিং জোনের। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্তই খোলা রয়েছে গেমিং জোনটি। জোনটিতে ঘুরতে এসেছিল প্রচুর শিশু। প্রতিটি গেম কর্ণারে ১৫ মিনিট করে সময় বেঁধে দেয়া হয়। গেমিং জোনের সময় সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত। রেসিং গেমের দু’টো ভাগ। একটি গাড়ি অন্যটি মোটর সাইকেল । এছাড়াও ফিফা ২০০৮, হ্যানরিয়েল ২০০৪, ল্যান্ড অফ দ্যা ডেড, ছোট ছোট পাজল গেম এবং ল্যান্ড মুড গেমগুলো শিশুদের জন্য। মেলার শেষ দিন পর্যন্ত দুই হাজারের ও বেশি শিশু এখানে গেমস খেলেছে।

স্কুল শিক্ষার্থীদের মেলাভ্রমণ

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’ মেলায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতি সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ঢাকার নির্বাচিত ২০টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মেলায় আনার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিনই বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে মেলা পরিদর্শনের জন্য। উদয়ন বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এবং জুনিয়র ল্যাবরেটরি স্কুল (বালিকা শাখা), লাইট ফেয়ার স্কুল, আগারগাও আদর্শ হাই স্কুল, আই পি এইচ স্কুল । ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুলের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৫৪ জন ছাত্র এসেছিল মেলা দেখতে। আবেদ

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন

হালিমা দাখিল মাদ্রাসা থেকে এসেছিল ৪৫ জন ছেলেমেয়ে। এরা সবাই প্রথম থেকে দর্শম শ্রেণীর মধ্যে। উদয়ন স্কুল থেকেও এসেছিল ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী। কাকলি উচ্চ বিদ্যালয়, জুনিয়র ল্যাবরেটরি স্কুল ও রাইট ট্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

মেলা পরিদর্শন ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার ও আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারের মালিক সমিতির সভাপতি জনাব এহসানুল হক, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সহ-সভাপতি ও 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'-এর আহ্বায়ক জনাব এ.টি. শফিক উদ্দিন আহম্মদ এবং ইসিএস কম্পিউটার সিটির মহাসচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম হাজারী।

এবারের মেলায় পত্রিকার সাংবাদিকদের সুবিধার জন্য একটি মিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছিল । এখানে বসে রিপোর্টাররা তাদের সংবাদ তৈরি করার যাবতীয় সুবিধাদি পেয়েছেন। মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্রিকাগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করেছে।

শেষবারের মতো দর্শকরা কম্পিউটার ও কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ, আধুনিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে ও পণ্য ক্রয় করতে ভীড় জমান এই মেলার দিন আজ শনিবার।

প্রেক্ষাপট

মেলার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 'বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'-এর আহবায়ক এ. টি. শফিক উদ্দিন আহম্মদ জানালেন- 'রাজধানীর নিউ এলিফ্যান্ট রোড এলাকা বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবসার সূতিকাগার। এই এলাকা জুড়ে রয়েছে ছোট বড় কম্পিউটার ব্যবসায়ীদের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসার শত শত প্রতিষ্ঠান। কম্পিউটার বাজার ছাড়াও এ জায়গার চারপাশ জুড়ে রয়েছে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠসমূহ যথা- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, পিজি হাসপাতাল, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, হোম ইকোনমিকস্ কলেজ, ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, বিডিআর হেডকোয়ার্টারসহ অসংখ্য ছোট বড় শিক্ষা, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। যার ফলে এখনো কম্পিউটারের অধিকাংশ পাইকারী ও খুচরা- সব ধরণের বেচাকেনা হয়ে থাকে এ জায়গাকে ঘিরে। আর তাই এখানে আজ পর্যন্ত কোন কম্পিউটার মেলা না হওয়ায় এখানকার ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের মাঝে চরম হতাশার দিকে দৃষ্টি রেখেই এলিফ্যান্ট রোড কম্পিউটার সমিতি (ইসিএস)-এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী দেশের অন্যতম বৃহৎ স্থায়ী কম্পিউটার বাজার ইসিএস কম্পিউটার সিটি, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে মেলা আয়োজনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেয় বিসিএস। এরই ধারাবাহিকতায় আমাকেসহ, সমিতি'র মহাসচিব জনাব মো: জহিরুল ইসলাম ও কোষাধ্যক্ষ জনাব মো: শাহিদ-উল-মুনীরকে এখানে মেলা আয়োজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। এব্যাপারে আমাদের ইতিবাচক প্রতিবেদন পেশ করার প্ররিপ্রেক্ষিতে বিসিএস নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে এ মেলা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজন করা হয়েছে'।

প্রসঙ্গ বিসিএস আইটি এক্সপো ২০০৮

উলেখ্য প্রতিদিন মেলা খোলা ছিল সকাল ১০ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যোগযোগ করে বিনামূল্যে প্রবেশ করেছে। 'বিসিএস আইটিএক্সপো-২০০৮' আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আইসিটি বিজনেস্ প্রমোশন কাউন্সিল। এই মেলার স্পন্সর ছিল : লেক্সমার্ক, বেনকিউ , আসুস, স্যামসাং। অফিসিয়াল আইএসপি আকিজ অনলাইন।

এক নজরে ' বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮'

থিম : সবার জন্য কম্পিউটার

স্থান : ইসিএস কম্পিউটার সিটি, মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, ৬৯-৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

তারিখ : ৩০মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল , ২০০৮, প্রতিদিন সকাল ১০ থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত

স্পন্সর : লেক্সমার্ক, বেনকিউ , আসুস, স্যামসাং ।

অফিসিয়াল আইএসপি: আকিজ অনলাইন

দর্শকের জন্য বিশেষ সুবিধাদি: ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা ব্রাউজিং জোন, গেমিং জোন।

প্রবেশ মূল্য: ১০ টাকা, তবে স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ

মোট প্রদর্শনকারী প্রতিষ্ঠান:২৭৬টি স্টল: ৩০০টি

ওয়েব: www.bcs.org.bd

12th Floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka – 1000, Bangladesh
Tel: +880 2 9670955/56, Fax: +880 2 9670955/56 Ext. 108, Email: samity@agni.com, URL: www.bcs.org.bd

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন

বিসিএস কার্যনির্বাহী কমিটি / মেলা আয়োজক কমিটি

সভাপতি	:	জনাব মোস্তাফা জব্বার (০১৭১১৫৩০৪৫২)
সহ-সভাপতি	:	জনাব এ, টি, শফিক উদ্দিন আহম্মদ (০১৭১১৫২৬৯৮৪)
মহাসচিব	:	জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম (০১৭১৩০০৯২৮২)
যুগ্ম-মহাসচিব	:	জনাব কাজী আশরাফুল আলম (০১৭১৫০২৩১৪২)
কোষাধ্যক্ষ	:	জনাব মো: শাহিদ-উল-মুনীর (০১৭২০০২২১১২)
পরিচালক	:	জনাব মো: মঈনুল ইসলাম (০১৭১১৫২৪০৩৪)
পরিচালক	:	জনাব ইউসুফ আলী শামীম (০১৭১১৫৩০১৪৮)

সংবাদ প্রেরক:

বি. এন. অধিকারী
চিফ্ অপারেটিং অফিসার
বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি